

কোরানে অমঙ্গলি ও বৈজ্ঞানিক দ্রম - ১

ইতোমধ্যে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে :

(১) দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরানে সমতল পৃথিবীর পরিবর্তে বরং স্ফেরিক্যাল পৃথিবীর-ই কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে (৩১:২৯, ৩৯:৫)।

(২) পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে কোরানে তেমন কোন ইঙ্গিত নেই। সুতরাং ১ ও ২ নাম্বার বিষয়ে সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট-কে গ্রহণ করতে কোরানের কোনই সমস্যা থাকার কথা নয়।

(৩) জুলকারনাইনের ঘটনার একটি *লজিক্যাল* ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের বর্ণনাটি এসেছে আসলে মানুষের প্রচলিত কথা-বাত্তার উপর ভিত্তি করে। মহা সত্য বলে এখানে যেমন কিছু নেই তেমনি আবার ভুল বলাটাও যুক্তিসঙ্গত না। মেনে নেওয়া বা না-নেওয়া একদমই নিজস্ব ব্যাপার। সুতরাং এখানে সায়েন্টিফিক বা আন-সায়েন্টিফিক কিছু খুঁজতে যাওয়াটা-ও অযৌক্তিক।

(৪) কোরানে একমাত্র মানুষের অরিজিনের উপর কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে। শুধু তা-ই নয়, মানুষের অরিজিন নিয়ে গবেষণার কথাও বলা হয়েছে (২৯:২০)। তার মানে চোখ-কান বন্ধ করে সবকিছু বিশ্বাস করতে বলা হয়নি নিশ্চয়। মানুষ ছাড়া জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতির অরিজিন নিয়ে কোনরকম ইঙ্গিত দেওয়া নেই বলেই জানি। কোরানে আদম-হাওয়ার ক্রিয়েশন নিয়ে কোন কেচ্ছা-কাহিনীও নেই। শয়তানকে নিয়ে যে বর্ণনাটি আছে সেটার দ্বারা (মেটাফরিক্যালি) গডের আদেশ পালন করা ও না-করার পরিণাম বুঝানো হয়েছে। অথচ কোনরকম রেফারেন্স না দিয়েই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে! ম্যাক্রো ইভলুশন ফ্যাক্ট হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই সবগুলো ধর্মগ্রন্থকে ঢালাওভাবে আন-সায়েন্টিফিক হিসেবে প্রচারের কাজ খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে। *তার মানে ধর্মগ্রন্থকে সায়েন্টিফিক ক্যাটেগরির মধ্যে ঠিক-ই গণ্য করা হয়েছে কিন্তু রেফারেন্স দিতে শুধু লজ্জা লাগছে! আর ঢালাওভাবে কোন মন্তব্য করাটাও তো সম্পূর্ণ আন-সায়েন্টিফিক!*

আরো কিছু বিষয় দেখা যাক।

(৫) আয়াত ১৬:৬৬ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু কোরানে পরিপাকতন্ত্র ও রক্তের মাঝামাঝি থেকে দুধ তৈরীর কথা বলা হয়েছে সেহেতু এটি আন-সায়েন্টিফিক।

সম্ভাব্য উত্তর :

[In the field of physiology, there is one verse which, to me, appears extremely significant: one thousand years before the discovery of the circulation of the blood, and roughly thirteen centuries it was known what happened in the intestine to ensure that organs were nourished by the process of digestive absorption, a verse in the Qur'an describes the source of the constituents of milk, in conformity with these notions.

To understand this verse, we have to know that chemical reactions occur in the intestine and that, from there, substances extracted from food pass into the bloodstream via a complex system, sometimes by way of the liver, depending on their chemical nature. The blood transports them to all organs of the body, among which are the milk-producing mammary glands.

Without entering into detail, let us just say that, basically, there is the arrival of certain substances from the contents of the intestines into the vessels of the intestinal wall itself, and the transportation of these substances by the bloodstream. This concept must be fully appreciated, if we are to understand this verse in the Qur'an Al Nahl (16:66).

Q.16.66: Verily, in cattle there is a lesson for you. We give you to drink of what is inside their bodies, coming from a conjunction between the contents of the intestines and the blood, a milk pure and pleasant for those who drink it.] - **A collection**

(৬) আয়াত ৮৬:৬-৭ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু কোরানে মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে স্পার্ম তৈরীর কথা বলা হয়েছে সেহেতু এটি আন্-সায়েন্টিফিক।

Q.86:5-7 (ASAD)

5 LET MAN, then, observe out of what he has been created.

6 He has been created out of a seminal fluid.

7 Issuing from between the loins [of man] and the pelvic arch [of woman].

সম্ভাব্য দুটি উত্তর :

(ক) [As for the verse 86:7, I would agree that anyone reading it casually would presume that it is indeed a scientific error. The Qur'an describes the creation of man from a 'drop emitted' i.e. sperm and describes this as 'proceeding *min baini* the *sulb* and the *ta'raib*'. The common translation of the words '*min baini*' is 'from between' (although it can mean 'coming from the conjunction of' two elements), of '*sulb*' is 'backbone' and *ta'raib* is 'ribs'. If we accept this translation then there might be several explanations. The first has already been discussed by the critic i.e. the testicles originally form in this area, and in this sense the sperm does originally emanate or proceed from between the back and ribs.

Moiz Amjad offers the second explanation in his article 'Does the sperm come from between the back and the ribs?' He states that this verse, replies to the claims of the unbelievers at the time of revelation that denied the reality of resurrection. In this context the Qur'an has euphemistically referred to the male genital area as 'between the backbone and the ribs' since it does not want to refer to the organ by name for reasons of purity and also because it was effectively saying 'you are denying God's message when you are just a lowly mortal created from a place not even worth mentioning'. He has shown in his article how a straight external line from the backbone and ribs *does* cover the male sexual area including the testicles. So, the Qur'an has not made any scientific error but referred euphemistically to the male genital area, from which sperm is poured out.] - **A collection**

(খ) আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা : আমি মোহাম্মদ আসাদের অনুবাদ কোট করেছি। তার অনুবাদ আমার কাছে বেশী লজিক্যাল মনে হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, ৬-নং আয়াতে 'Seminal fluid' বলতে পুরুষ ও নারী উভয় থেকে নিঃসৃত কন্সপ্লেক্স ফ্লুইড (সুক্রানু+ডিম্বানু?) কেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ জন্যই ৭-নং আয়াতে Euphemistically ব্যাকবোন (Backbone) থেকে পুরুষের ফ্লুইড এবং রিব (Rib) থেকে নারীর ফ্লুইডের কথা বলা থাকতে পারে, যদিও আয়াতে পুরুষ ও নারীর কথা উল্লেখ নেই। কোরানে পুরুষ ও নারীর গোপনাস্থের নাম হয়তো সরাসরি উল্লেখ না করে Euphemistically 'ব্যাকবোন' ও 'রিব' দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। যদিও সেটা খুব জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না!

রাফাহান

03-Oct-2006

ahumanb@yahoo.com